যুগান্তর

তারিখ 06 DEC 2015
পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ২

ইবিতে কর্মচারীদের দুর্ব্যবহারে অতিষ্ঠ নবীন শিক্ষার্থীরা

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে আসা শিক্ষার্থীরা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিকট দুর্ব্যবহারের শিকার হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। নতুন শিক্ষার্থীরা ভর্তি সংক্রান্ত সাহায্যের জন্য তাদের দারস্থ হলে তাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা হচ্ছে বলে জানা গেছে। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ব্যবহারে কষ্ট পেয়ে অনেকে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবে কি হবে না তা নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগছে। প্রত্যক্ষদর্শী ও ভুক্তভোগী শিক্ষার্থী সূত্রে জানা যায়, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে ২০১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি কার্যক্রম চলছে। এ উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পাওয়া শিক্ষার্থীরা দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ভর্তি হওয়ার জন্য এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছুটে এসেছে। ভর্তি হওয়ার জন্য নতুন এসব শিক্ষার্থীদের যেতে হচ্ছে বিভিন্ন দফতরে। প্রথমত তাদের সংশ্লিষ্ট ইউনিট, ব্যাংক, আবাসিক হল এবং একাডেমিক শাখায় যেতে হচ্ছে। পরে তাদের মেডিকেল কার্ড এবং লাইব্রেরি কার্ড করার জন্য মেডিকেল সেন্টার এবং লাইব্রেরিতে যেতে হয়। ভর্তির জন্য নবীন এসব শিক্ষার্থীরা প্রতিটি দফতরে ছুটে চলছে। তবে শিক্ষার্থীদের অভিযোগ— এসব জায়গায় গিয়ে তাদের সীমাহীন দুর্ব্যবহার এবং বিড়ম্বনার শিকার হতে হচ্ছে। এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদে মেধাতালিকায় স্থান পাওয়া পবিত্র সরকার নামে এক শিক্ষার্থী ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, মৌখিক পরীক্ষা দিতে গিয়ে যে দুর্ব্যবহারের শিকার হয়েছি সেখানে ৫টি বছর কীভাবে থাকব। বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স হয়েছে সেখানে চলে যাচ্ছি।' ৩০ নভেম্বর সমাজ বিজ্ঞান অনুষদ ভুক্ত 'সি' ইউনিটে ভর্তি কার্যক্রম চলাবস্থায় সেখানে গিয়ে দেখা যায় কর্মকর্তাদের ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ। এ ইউনিটে সাক্ষাৎকার দিতে আসা এক ছাত্রীর সঙ্গে খারাপ আচরণ করে লোকপ্রশাসন বিভাগে কর্মরত তোফাজ্জল হোসেন নামে এক উপ-রেজিস্ট্রার। পরে উপস্থিত শিক্ষক-কর্মকর্তারা ওই কর্মকর্তাকে নিবৃত করেন। একই অবস্থা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্য শাখাগুলোতে। শিক্ষার্থীদের সঙ্গে খারাপ আচরণ এবং দুর্ব্যবহারে শীর্ষে রয়েছে ব্যবস্থাপনা বিভাগের শাখা কর্মকর্তা আবদুর রাজ্জাক, আবু তোহা, কর্মচারী খায়রুল ইসলাম, অর্থনীতি বিভাগের কর্মচারী ইমদাদ, ফলিত রসায়ন ও রাসায়নিক প্রযুক্তি বিভাগের শাখা কর্মকর্তা মো. আজিজুর রহমান, মানবিক ও সমাজ বিজ্ঞান অনুষদের কর্মকর্তা মঈনুদ্দিন মুজমদার প্রমুখ। এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের (ভারপ্রাপ্ত) রেজিস্ট্রার এসএম আবদুল লতিফ যুগান্তরকে বলেন, এ ধরনের কোনো ঘটনা ঘটে থাকলে সেটি খুবই দুঃখজনক।